দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 11 JAN 1993
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রসঙ্গে

গত ২৯শে ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাতা রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ হইলে ১৯৯৪ সালের জুলাই হইতে প্রতিমাসে একহাজার টাকা ধার্য করার সুপারিশ করা হইয়াছে। বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যেগুলির রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ ১৪/১৫ বছর পূর্ণ হইয়াছে এবং ২০/২৫ বছর যাবৎ এসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিনা বেতনে খাটিতেছেন। তন্মধ্যে কুলপালা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অন্যতম। অতীতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং যথাস্থানে তদবিরের লোক না থাকায় এই বিদ্যালয়টি আজও সরকারীকরণের মুখ দেখে নাই। ইহার শিক্ষকগণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি লেখা-পড়া, খেলাধুলা, প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি কর্মসূচী সমানভাবে চালাইয়া যাইতেছেন। অথচ বেতন-ভাতা হইতেছে দুই রকম। একই পেশায় নিযুক্ত একই কর্মদক্ষতা-সম্পন্ন মানুষের বেতন-ভাতা দুই ধরনের পৃথিবীর আর কোন স্বাধীন দেশে আছে বলিয়া আমার জানা নাই।

তাই সদাশয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার আকুল আবেদন, রেজিষ্ট্রেশনের সিনিয়রিটির ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জাতীয়করণ শুরু এবং ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী হইতে বর্ধিত বেতন-ভাতা চালু করা হউক।

—মোঃ রইসউদ্দিন, সহকারী শিক্ষক, কুলপালা রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডাকঘর গোকুলখালি, জেলা চুয়াডাঙ্গা।